দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 20 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে অনিয়ম ॥ শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত

নূরুল মোমেন/শিহরণ রশীদ

সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের অভ্যন্তরে বিরাজমান নানা সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। নিত্য সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সমস্যার। তার ওপর রয়েছে অনিশ্চয়তা, অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা যার বিরূপ প্রভাব গিয়ে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ওপর। তা ছাড়া আবাসিক সমস্যা ও সেশনজট তো রয়েছেই।

জানা গেছে, অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ১৯৮৯ সালে চালু হয়েছিল সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ছাত্ররা সরকারী অনেক প্রতিশ্রুতি আশ্বাসের ওপর ভরসা করে যেভাবে তাদের পড়াশোনার জীবন শুরু করেছিল তার শেষ রক্ষা হচ্ছে না। প্রতিবছর শুরুতে এক শ' করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলেও বর্তমানে সে সংখ্যা নেমে এসেছে ৫০ জনে। সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫শ'। কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। প্রতিষ্ঠার ১২ বছরের মধ্যে বহুবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্তির কারণে হোমিও মেডিক্যাল কলেজের রয়েছে দু'বছরের সেশনজট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠানটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ছাত্রছাত্রীদের সনদ প্রদান করে থাকে। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের পরীক্ষার সময় ও ফল প্রকাশের ব্যাপারে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতা। বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স শেষ হবার পরেই নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নেয় না। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব পরীক্ষার ফাঁকে যে কোন একটি সুবিধামতো সময়ে এই পরীক্ষার আয়োজন করে। হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক পাস করে বিসিএস পরীক্ষায় বিড়ম্বনার শিকার হয়। বিসিএস পরীক্ষায় সকল বিভাগের নিজস্ব বিষয় থাকলেও হোমিও মেডিক্যাল সংক্রান্ত নিজস্ব বিষয় না থাকায় অন্য যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় এ কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের। সরকারী অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোর নিয়মে পরিচালিত হলেও সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে আছে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ইন্টার্নিশিপের সময় যে ভাতা পাবার কথা তা তারা পায় না। বৃত্তির টাকা চালু হলেও তা প্রদান বর্তমানে বন্ধ আছে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেছে, প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে হাসপাতালটিও পূর্ণাঙ্গভাবে এখনও চালু করা যায়নি। তা ছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা তো রয়েছেই। শুধু বিভাগের অভাবে সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সার্জারির কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। একজন মাত্র প্রভাষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সার্জারি কার্যক্রম। এভাবেই বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও অনিয়মের মধ্যে চলছে সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ।

এদিকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই কলেজটির অবস্থা এখন শোচনীয়। শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণের বেতন স্কেলের ধাপ হ্রাস, বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় ক্লাসের অভাব, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপ্রতুল যন্ত্রপাতি, ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হোস্টেলের প্রয়োজনীয়তা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেয়া ছাত্রবৃত্তি বন্ধ ছাড়াও নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে নামকাওয়াস্তে চলছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যাচেলর ডিগ্রীটি ৫ বছরের কোর্স। সঙ্গের এক বছরের ইন্টার্নীশিপও করতে হয়।

অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা প্রকট

মেডিক্যাল কলেজের অফিস সূত্রে জানা যায়, এখানে বিভাগের সংখ্যা ৮টি। আরও ৮টি বিভাগ প্রস্তাবাধীন রয়েছে। কিন্তু বর্তমানের ৮টি বিভাগেই মাত্র ২৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে অর্গানন বিভাগে ৬ জন, মেটেরিয়া মেডিকা বিভাগে ৬ জন, এনাটমি বিভাগে ৩ জন, ফিজিওলজি বিভাগে ২ জন, প্যাথলজি বিভাগে ২ জন, সার্জারি বিভাগে ১ জন, অবস এ্যান্ড গাইনী বিভাগে ১ জন এবং কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র জানান, প্যাথলজি বিভাগে খুবই অনিয়মিত ক্লাস হয়। মাত্র ২ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন ৫ বছর ধরে সৌদি আরবে বসেই বেতন ভোগ করছেন। অন্যান্য বিভাগেও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিয়মিত ক্লাস হয় না। এই প্রতিষ্ঠানের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা। শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিয়োগদান সত্ত্বেও রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সময় শিক্ষকদের দুই ধাপ বেতন স্কেলের এক ধাপ নামিয়ে দেয়া হয়েছে অমানবিকভাবে। বেতন স্কেল হ্রাস করার পর থেকেই শিক্ষকরা পাঠদানের প্রতি তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল আমিন বলেন, এই মেডিক্যাল কলেজটির উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য আরও ২৯ জন শিক্ষক বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে আরও ২টি বিভাগ প্রস্তাবাধীন রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ খুবই জরুরী। এ ছাড়া ব্যবহারিক যন্ত্রপাতিও কম সেগুলো বৃদ্ধির জন্য আরও বাজেট দরকার। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ও ইন্টার্নীভাতা দেয়া প্রয়োজন।